SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

সায়ন্তনী পূততুণ্ডের 'ভালবাসা কারে কয়' (২০১৬) : একুশ শতকের প্রযুক্তি নির্ভর জগতে দাম্পত্যের নতুন সমীকরণ।

শ্রীমতি মৌমিতা মন্ডল
সহকারী অধ্যাপিকা , বাংলা বিভাগ, শিলিগুড়ি কলেজ, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

ORCID
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0005-3492-3887
e-mail- **moumitasiliguricollege25@gmail.com**

Received Date- 20.12.2025
Selection Date 15.01.2026
Page- 53- 60

Keywords
তথ্যপ্রযুক্তি ,
সামাজিক মাধ্যম,
ভার্চুয়াল জগৎ
,দাম্পত্য,বন্ধুত্ব,
গণমাধ্যম ,
নতুন সমীকরণ।

Abstract-

বর্তমান কথাসাহিত্যে ধারায় দেখা দিয়েছে মানবজীবন ও সম্পর্কের নব ব্যাখ্যা। একুশ শতকে তথ্যপ্রযুক্তির যুগে মানুষের সম্পর্ক সূক্ষ্মতর রূপে জটিল হয়েছে। এই পরিবর্তনশীল সমাজে ইন্টারনেট, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম জীবনের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে। সাহিত্য ক্ষেত্রেও তথ্য প্রযুক্তির নানা প্রভাব বিষয়বস্তু ও চরিত্র গঠনে পড়েছে। মোবাইল, টিভি, অনলাইন,সাইবার জগৎ, বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম যেমন এক নতুন শ্রেণীর পাঠক তৈরি করেছে তেমনি কথাসাহিত্যের ভাষা ও শৈলীতে এসেছে বিবর্তন। এই সময়ের সাহিত্যে বাস্তব আর কল্পবাস্তবের নানা টানাপোড়েন ও অভিঘাত মানব আখ্যানকে অন্যমাত্রা দান করেছে।মানুষের দৈনন্দিন জীবন,দাম্পত্য ,ব্যক্তিত্বে দেখা গেছে জটিল সংকট, রহস্যময়তা, দোলাচলচিত্ততা; নারী চরিত্রগুলি হয়েছে আরো তীব্র, তেজস্বী, প্রতিবাদী এবং আত্মবিশ্বাসী। এই একুশ শতকের সাহিত্যে অ্যাডভেঞ্চার- রহস্য ঘেরা এক ভার্চুয়াল জগতের পথে অগ্রসর হয়েছে লেখক ও পাঠক উভয়েই। এমনই বিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে সাহিত্য জগতে ঘটেছে বিভিন্ন প্রতিভাময় উপন্যাসিকদের আবির্ভাব ও বিচরণ; তাদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট লেখিকা সায়ন্তনী পূততুণ্ড। সামাজিক, রাজনৈতিক স্তরের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন। প্রযুক্তি নির্ভর জগতে মধ্যবিত্ত পরিবারের দাম্পত্য জীবনের নতুন বাস্তবতাকে ঘিরে তাঁর একটি অনবদ্য উপন্যাস 'ভালোবাসা কারে কয়'(২০১৬);

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

সাহিত্যের চিরাচরিত, গতানুগতিক দাম্পত্য কাহিনীর তুলনায় অভিনব ও ব্যতিক্রম এই উপন্যাস।

Main Discussion

আধুনিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত একটি পরিবারের কাহিনী ও নানা সম্ভাবনাময় দিক এই উপন্যাসে উঠে এসেছে। ইরাবতী, তার হাইপ্রোফাইল কর্পোরেট স্বামী ঋদ্ধিমান এবং তাদের কলেজ পড়ুয়া কন্যা লাজবন্তী ওরফে লাজু- এই তিনজন কীভাবে প্রযুক্তি নির্ভর জগতের হাতছানি ও মায়াজালে জড়িয়ে নিজেদের স্বাছন্দ্য খুঁজেছে তা এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসের ঘটনার সময়কাল ২০১৬ সাল অর্থাৎ একুশ শতকের দ্বিতীয় দশক যখন ইন্টারনেটের প্রবল দাপট সারা বিশ্ব জুড়ে চলছে, নানা রকম আধুনিক প্রযুক্তি, সামাজিক মাধ্যম মানুষের কঠিন জীবনকে সহজ ও দ্রুতগতি দিয়েছে। এমন প্রেক্ষিতে লেখিকা সায়ন্তনী পূততুণ্ড ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জুকারবার্গ এর প্রসঙ্গ টেনে উপন্যাসের শুরুতেই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে সামাজিক মাধ্যম জুড়ে এখন যেন অদ্ভুত মনুষ্য প্রজাতির বিচরণ। তারিখ ,সময় সহ 'নীল নির্জনে' নামে একটি ফেসবুক প্রোফাইল এই অদ্ভুত মানব গোষ্ঠীর তুলনা ডাইনোসোরের সঙ্গে করে তাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পোশাকি নাম দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীকরণ করেছে। তার মতে ফেসবুকে নানা প্রজাতির মানুষ আছে- কেউ নিরীহ, কেউ ধরাকে সরা ভাবে, কেউ দুষ্ট-নির্লজ্জ, কেউ বা আকারে ক্ষুদ্র অথচ আক্রমণশীল। তবে ডাইনোসোর সদৃশ টিকটিকির ন্যায় কিছু প্রজাতিও আছে যারা কেবল নিন্দার ক্ষেত্রে 'ঠিক ঠিক' বলে সাড়া দেন।

যে কোনো যুগের বিশেষ প্রবণতা সেই যুগের সাহিত্যে ধরা পড়ে। একুশ শতকে সমাজের মানুষ প্রতিনিয়ত ইন্টারনেট, সামাজিক মাধ্যমে নির্ভরশীলতার কারণে বাস্তবে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে। এই উপন্যাসে ইরাবতীর একাকীত্ব ঘুচাতে তাঁর মেয়ে লাজবন্তী ফেসবুকে 'মেঘবালিকা' নামে মায়ের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছে। স্বামী অফিসের গুরুদায়িত্ব আর মেয়ে কলেজের পড়াশোনা-বন্ধুত্ব নিয়ে ব্যস্ত সুতরাং নিজেদের বাসস্থানকে ইরাবতীর মনে হত নির্জন দ্বীপ, যেখানে কথা বলার জন্য সহানুভূতিশীল মনের একজনও নেই-

" একই ছাতের তলায় আরও দুটো মানুষের সঙ্গে থাকে ইরাবতী। কিন্তু কারোর সঙ্গেই যেন সম্পর্কের সুতোগুলো জড়িয়ে নেই! ওরা যেন ভিন গ্রহের প্রাণী অথবা অন্য দ্বীপের বাসিন্দা। ওদের অন্য জগৎ আছে। সেই জগতে ইরাবতীর প্রবেশ নিষিদ্ধ"। [১]

অথচ এক দশক আগেও এমন চিত্র দেখা যেত না, কন্যা লাজবন্তী মা ছাড়া চোখে কিছু দেখতই না, স্কুল থেকে ফিরেই মাকে সারাদিনের গল্প বলে ক্ষান্ত হত অথচ কলেজে ভর্তি হয়ে লাজু যেন অন্য জগতের প্রাণী। মায়ের নিঃসঙ্গতা দূর করতে লাজু আবদার করে বসে-

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

"মা, তোমার নামে ফেসবুকে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দিই?, তোমারও বন্ধু-বান্ধব হবে। সময়ও সহজে কাটবে"।[২]

অর্থাৎ এই ভার্চুয়াল জগতে কখনোই কারোর নিঃসঙ্গ বোধ হয় না, সেখানে অনেক নতুন বন্ধু, পুরনো দিনের বন্ধু আছে তবে এই অদ্ভুত দুনিয়ায় বেশির ভাগটাই অজানা রহস্যে মোড়া। এই দুনিয়ায় ইরাবতীর নতুন নাম 'মেঘ বালিকা'- প্রোফাইলে ঝকঝক করছে গুগল থেকে নেওয়া দুর্দান্ত আকর্ষক এক ছবি।এ এক অদ্ভুত দুনিয়া; কেউ কাউকে চেনে না অথচ খাতা কলমে সবাই বন্ধু। এখানে কারোর অনুভব জানার প্রয়োজন না থাকলেও ফ্রিতে চলে নানা সম্বোধন- গুড মর্নিং থেকে গুড নাইট। ফেসবুক জুড়ে শুধু কবিতা, রান্নার রেসিপি, বড় বড় হোটেলে খেতে বসে বিভিন্ন মুহূর্তের ছবি ভেসে আসে।ইতিমধ্যেই 'নীল নির্জনে' নামের অ্যাকাউন্টের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টে সাড়া দিয়েছে ইরাবতী। শুরু হয়েছে আলাপচারিতা, নীল নির্জনে ও মেঘবালিকা নামের আড়ালে দুইজন ব্যক্তির। এখন বেশিরভাগ ফেসবুকারাই ছোটখাটো লেখক বা কবি -সেই ভীড়ে নীল নির্জনে মেঘবালিকার অন্তর স্পর্শ করেছে-

"আপনি ভালো লেখেন। আরও লিখুন। পড়তে পেলে আমার ভালো লাগবে।" [৩]

ইরাবতী একজন মনোজ্ঞ পাঠক বটে তাই অচেনা অজানা প্রোফাইলটি যে একজন বিবাহিত পুরুষের তা বুঝে ফেলেছে। সাংসারিক জীবনের কিছু অঙ্ক মেলেনি তাই হয়তো ফেসবুকে বন্ধুত্বের শরণাপন্ন হয়েছে। নীল নির্জনে একজন কবি কিন্তু স্ত্রীকে কখনোই রোমান্টিক হয়ে কবিতা শোনায় নি অথচ মেঘবালিকার কাছে নিজের ইমেজ তুলে ধরেছে-

"আসলে সবার মতো আমি অত রোম্যান্টিক হতে পারি না। কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করি"।[৪]

তবে ইরাবতী ওরফে মেঘবালিকার রোম্যান্টিকতায় মুগ্ধ দুজনের আলাপচারিতা পৌঁছে যায় বাংলা আধুনিক কবিতার চালচিত্র পর্যন্ত- আধুনিক কবিতা পড়ে সবটাই বোঝার নয়, সেখানে এমন কিছু ছত্র থাকবে যা বাংলা না ফ্রেঞ্চ বোঝা দুষ্কর। তবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষের কবিতা যে স্বতন্ত্র এ বিষয়ে তারা সহমত পোষণ করেছে। মধ্যবয়সী ইরাবতী অন্যান্য বান্ধবীদের সঙ্গে খোঁজে কলেজ বন্ধু প্রীতম রায়কে যে কিনা ইরাবতীর জন্যই কবিতা লিখত।ঋদ্ধিমান অফিস কলিগ প্রশান্তর বিবাহ বার্ষিকীতে শাড়ি কিনতে সঙ্গী হয়ে বুঝেছে প্রশান্ত তার স্ত্রীর পছন্দের দামী শাড়ি, চাইনিজ খাবারের কথা জানে অথচ ঋদ্ধিমান-

"ইরাবতীর সঙ্গে কোনোদিন মার্কেটিং এ যায়নি। তাই জানে না সে কোন রঙ বেশি পছন্দ করে। কোন্ ধরনের শাড়ি তার পছন্দ!"[৫]

প্রশান্তকে দেখে তার মনে হয় সে কত সুখী ও অদ্ভুত আনন্দে আছে অথচ ইরাবতীর কাছে ঋদ্ধিমান কোনদিন নিজের আবেগকে উন্মুক্ত করেনি। তবু ইরাবতীর জন্য নীল রঙের একটা শাড়ি কিনে ইরাবতীকে

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

হঠাৎ উপহার দিয়েছে। যে স্বামী কোনো দিন হাতে করে কিছু তার জন্য আনেনি সে হঠাৎ যত্ন করে পছন্দ করা শাড়ি উপহার দিলে ইরাবতী স্বামীকে নতুন করে খুঁজে পায়-

"কিছু দুর্মূল্য জিনিস হারিয়ে গিয়েছিল হয়তো বা!পলকের জন্য আজ ফিরে পেল"।[৬]

প্রকৃতপক্ষে একজন নারীর জীবনে স্বামীর প্রশংসা, মনোযোগ এক অন্য মাত্রা এনে দেয়। কিন্তু দৈনন্দিন কর্ম ব্যস্ততায় একটি পরিবারের মধ্যে থেকেও তারা প্রত্যেকে নিঃসঙ্গ, একাকী তো বটেই।লেখিকা উপন্যাসে সমান্তরাল ভাবে মধ্যবয়সী ইরাবতী এবং তাঁর কন্যা-এই প্রজন্মের লাজবন্তীর মধ্য দিয়ে দুই ধারার কাহিনীকে তুলে ধরেছেন, যেখানে তারা আধুনিক সামাজিক মাধ্যমে ভর করে আত্মসচেতন এবং নিজ অধিকারবোধের পথ সুনিশ্চিত করেছে।লাজবন্তীর প্রতিবাদী- তেজস্বী রূপ প্রকাশিত হয় যখন অত্যন্ত গ্রামের গরীব ঘরের মেয়ে অহনা,তাঁর বান্ধবী কলেজের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রফেসর চন্দন বর্মন ওরফে সি বি- র কুপ্রস্তাব ও কুদৃষ্টির শিকার হয়। এমনকি ওই প্রফেসর অহনাকে জোর করে ভয় দেখিয়ে ভোগ করতে চায়-

"তোমার ফার্স্ট ক্লাসের প্রয়োজন নেই অহনা? আমি দেব। তুমি অনেক নম্বর নিয়ে পাশ করবে! শুধু আমায় একটু খুশি করে দাও।"৭

গ্রামের মেয়ে অহনা শহরের কলেজে এমন হেনস্থা শিকার হবে তা কল্পনার অতীত। সে প্রতিবাদ না করে ভেঙে পড়ে কিন্তু তার হয়ে রুখে দাঁড়ায় লাজবন্তী। রাজনীতি-শিক্ষা মহলের কিছু কলঙ্কিত দিক এক্ষেত্রে ইঙ্গিত করেছেন লেখিকা। প্রফেসর এর বিরুদ্ধে প্রিন্সিপালের কাছে না গিয়ে ইউনিয়নের দ্বারস্থ হলে লাজুকে অপদস্ত হতে হয়েছে। আবীরের কথায় উঠে এসেছে চরম বাস্তবতা -

" ইউনিয়ন ওর জন্য কিস্যু করবে না। বরং উলটোটাই করতে পারে। কারণ তোদের সি বি-র একটা স্ট্রং রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। ও মালটা পার্টি করে"।[৮]

তারা জানিয়েছে অহনা ইউনিয়নের মেম্বার হলেই বিষয়টি তারা দেখবে। এমতো গম্ভীর পরিস্থিতিতে লাজু পিছপা না হয়ে মিডিয়ার মাধ্যমে ন্যায় দিতে চেয়েছে। কিন্তু ক্ষমতার কুপ্রভাব অহনাকেই এই ঘটনার জন্য দায়ী করেছে। কলেজ শেষে ফাঁকা ঘরে অহনাই প্রফেসরকে প্রভোক করেছে পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাসের জন্য; নিজের দেহ বিকিয়ে দিতে চেয়েছে অথচ মলেস্ট করেছে সেই প্রফেসর।বিধ্বস্ত, অপমানিত অহনাকে ইউনিয়নের পান্ডা কটুক্তি করলে লাজু তার সমস্ত জ্বালা একত্র করে তাকে চড় মেরে প্রতিবাদ করে বলে- 'বাস্টার্ড'। নারীর এমন সাহসিকতা একুশ শতকের সাহিত্যেই দেখা সম্ভব। কলেজে প্রফেসরের এমন দুর্ব্যবহার- কুকীর্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রীদের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে এ ধরনের ঘটনার প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন অথচ রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে ইউনিয়নের সিনিয়র, ক্লাসের বন্ধু-বান্ধব অহনাকেই দায়ী করেছে। লাজবন্তী ক্ষোভে- ঘৃণায় ফেটে পড়েছে-

"এ কি ধরনের সমাজ! এ কোন ধরনের দুনিয়া যেখানে একটি অসহায় মেয়ের জায়গা নেই! এই মেয়েগুলো মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও অন্য একটি মেয়ের ঘর পোড়ার আগুনে হাত সেঁকছে।"[৯]

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

ক্ষুব্ধ লাজবন্তী প্রফেসর চন্দন বর্মনের সঙ্গে ক্লাসরুমে সবার সামনে তর্কে জড়িয়ে প্রতিবাদ ও ক্লাস বয়কট করেছে। অহনাকে অসভ্য মেয়ে ইঙ্গিত করে বন্ধু শৌনক লাজবন্তীর সঙ্গে বন্ধুত্ব নষ্ট করেছে। তবে বন্ধু আবীর তাকে প্রশ্রয় ও সঠিক পরামর্শ দিয়ে প্রতিবাদের রাস্তা দেখিয়েছে। আবির নানা তথ্যও সংগ্রহ করেছে -"অহনাই সি বি র প্রথম শিকার নয়। লোকটা আগেও নিশ্চয়ই এরকম করেছে। না করলে এত বড় সাহস ওর হতো না।.... একজন নয়, পুরো তিন তিনজনকে পেয়েছি। সি বি ওদেরও এরকম নোংরা প্রস্তাব দিয়েছিল। তখন কলেজে পড়ত বলে ভয়ে মুখ খোলে নি".....! [১০]

আবিরের পক্ষে এমন পদক্ষেপ চিন্তা করা সহজ ছিল কেননা তাঁর মা, বাবা দুজনের একজন প্রিন্ট আর একজন টেলিভিশন মিডিয়ার সাংবাদিক। ভুক্তভোগী আগের তিনজনের আর অহনার বাইট নিয়ে এ বিষয়ে সংবাদ প্রচারিত হলেই কলেজের প্রিন্সিপাল ও অন্যান্যদের টনক নড়বে। লেখিকা এই উপন্যাসে সুকৌশলে ইন্ট্রোভার্ট আর এক্সট্রোভার্ট দুই মানসিকতার নারীর রূপও দক্ষতার সঙ্গে নির্মাণ করেছেন। ইরাবতী যতখানি ইন্ট্রোভার্ট বা অন্তর্মুখী, লাজবন্তী ততখানি এক্সট্রোভার্ট বা বহির্মুখী। ইরাবতী যেখানে নিজের অধিকারটুকু বুঝে নিতে চায় না, সেখানে লাজবন্তী অহনাকে ন্যায়বিচার দিতে প্রকাশ্যে উচ্চস্বরে প্রতিবাদ করে প্রফেসরের দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গণমাধ্যমের সাহায্যে নিতে চেয়েছে।

ইরাবতী ফেসবুকে বহু প্রীতমের মাঝে তার বন্ধু প্রীতমকে খোঁজার চেষ্টা করেছে, একটা সময় ইরাবতীর রূপে মুগ্ধ ছিল প্রীতম। ঠিক তেমনটা না হলেও নীল নির্জনে তার কল্পনায় ইরাবতীকে সাজিয়ে মুগ্ধ হয়েছে। ঋদ্ধিমান অবশ্য তার সৌন্দর্য বিষয়ে কখনো মাথা ঘামায়নি তবে ভার্চুয়াল বন্ধুত্বের পর ইরাবতীকে খোলা চুলে দেখে ঋদ্ধিমান মুগ্ধ হয়েছে। এত বছর পর স্ত্রীকে বলেছে-

"তুমি একটু সাজলে পারো সেজে থাকলে তোমায় ভালো লাগে"।[১১]

বরং মিসেস মাফিজার প্রসঙ্গ টেনে আরও বলেছে বয়সোচিত গণ্ডীর মধ্যে থেকে সাজসজ্জায় কোন অপরাধ নেই। ইরাবতী অবশ্য মনে মনে এর পুরো কৃতিত্ব দিতে চায় তার ভার্চুয়াল জগতের বন্ধুকে কারণ ধীরে হলেও সে তার বাস্তব জীবনে প্রভাব ফেলেছে; ইরাবতীর মানসিক অবরুদ্ধতা দূর হয়েছে- স্বামী ঋদ্ধিমানকে বুঝতে তার সুবিধা হয়েছে।নীল নির্জনের কবিতার পাঠক ও ভক্ত হয়ে উঠেছে ইরাবতী এবং সমব্যথী হয়েছে এই ভেবে-

"এ মানুষটার বুকেও কোনো অব্যক্ত যন্ত্রণা আছে। যেমন আছে তার নিজের... কেমন হতে পারে মানুষটা! কি হতে পারে তার অন্তরের যন্ত্রণা"।[১২]

২০১৬ সালের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনার বিস্তার, যখন নেট দুনিয়ায় চলছে সমস্ত রকমের জ্ঞানের উদার-মুক্ত বিতরণ । এই সময় মানুষের নিত্যসঙ্গী ইন্টারনেট, মোবাইল ও বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম।তথ্য প্রযুক্তির যুগে ফেসবুকের বন্ধুত্ব এক দম্পতিকে অজান্তে অচেনা পথের পথিক করে তুলেছিল এই ঘটনাকে লেখিকা 'ভালোবাসা কারে কয়' উপন্যাসে নাটকীয়ভাবে পরিবেশন যেমন করেছেন তেমনই প্রযুক্তির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকটি সম্পর্কেও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একাকীত্ব দূর করতে বন্ধুত্ব প্রয়োজন, হোক

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

না সে ভার্চুয়াল তবু মনের শূন্যস্থান পূরণ করা যায়। 'মেঘবালিকা' আর 'নীল নির্জনে' এর বন্ধুত্ব ব্যক্তিগত প্রেমালাপ নয়; বরং জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, বিবাহিত জীবন, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ইত্যাদি এমনকি বিয়ে বাড়ি নিয়ে তারা অ্যানালিসিস করেছে।নিজেদের বিয়ের দিনের ফিলিংস তারা ভাগ করেছে- নীল নির্জনে এর কাছে সেই বিশেষ দিন রোমাঞ্চকর হলেও মেঘবালিকা সেদিন ছিল মানসিক বিধ্বস্ত ও অদ্ভুত মুগ্ধতায় পূর্ণ।স্বামী হিসেবে নীল নির্জনে কোনোদিন স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়ার কথা মনে করে নি, সে রাশভারী, কর্তব্যে ত্রুটিহীন। প্রশান্তির দুটো বাণী স্ত্রীকে কখনো শোনায় নি-" ...কখনও তাকে অতিরিক্ত আদর, অতিরিক্ত স্নেহ দেওয়ার কথা ভাবিনি। ভেবেছি, এ আর বেশি কি ! এগুলো তার অবশ্যকর্তব্য ছিল। আর আমার প্রাপ্য।... যেন এমনই হওয়ার কথা ছিল। আমার স্ত্রী আর বেশি কি করেছে" ?[১৩]

মেঘবালিকার মনে হয়েছে সব পুরুষই এমন; স্ত্রীর কর্তব্য নিষ্ঠাকে সম্মান-মর্যাদা দিতে কেউ চায় না অথচ সংসারে পুরুষের তুলনায় নারীর ভূমিকা অনেকখানি।ইরাবতী ভেবেছে নীল নির্জনে ফেসবুকে অচেনা এক নারীকে যেভাবে রোম্যান্টিসিজমের ছোঁয়া দিয়েছে চাইলে বাস্তবে সে তার স্ত্রীকে দিতে পারত, কিন্তু নীল নির্জনে বন্ধুত্বকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে দিয়েছে-"আপনি আমার ভালো বন্ধু। বন্ধুর কাছে যা শেয়ার করা যায়, তা কি স্ত্রীর সঙ্গে শেয়ার করা যায়?" [১৪]

সুতরাং একুশ শতকের দাম্পত্য জীবনে কর্মব্যস্ততা, জটিল জীবনযন্ত্রণা নরনারীর আন্তরিক সম্পর্কে কাঙ্খিত বন্ধুত্বের বন্ধন তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছে। ইরাবতী স্বামীর অধিকারবোধের সঙ্গেই পরিচিত তবে বন্ধুত্বের সঙ্গে নয়;তাই আজও তার বন্ধু প্রীতমকে ফেসবুকে খুঁজেছে আর নিরাশ হয়েছে। বন্ধুকে স্বামী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারত কিন্তু এ যুগেও অভিজাত রক্ষণশীল পরিবার বন্ধুর সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে করাটা অপরাধ মনে করায় ইরাবতী- প্রীতমের বন্ধুত্ব কোনো পরিণতি পায়নি। এখন নীল নির্জনে আর মেঘবালিকার ভার্চুয়াল নিখাদ বন্ধুত্ব গভীরতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে ।তাই একদিন নাম, পরিচয়, মোবাইল নম্বর সমস্তই গোপন রেখে মেঘবালিকাকে সামনাসামনি দেখা করার প্রস্তাব দিয়েছে নীল নির্জনে।

উপন্যাসের শেষ লগ্নে দেখা যায় মেঘবালিকার ও নীল নির্জনে পার্কস্ট্রিটের পাবলিক প্লেসে একটি রেস্টুরেন্টে সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু ভার্চুয়াল এই বন্ধু হানির ভয় ইরাবতীর মনকে আশঙ্কিত করেছিল- কাল্পনিক জগতের বন্ধুত্ব বাস্তবের মাটি স্পর্শ করতেই যদি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। নীল নির্জনে ইরাবতীর ব্যবহারিক জীবনে পরিবর্তন আনলেও দেখা করার ইচ্ছে তার মনে তেমন প্রবল ছিল না। তাই অনেকটা নার্ভাস হয়েই নিজেদের বন্ধুত্বকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে-বন্ধুর চোখে ম্যাজিক্যাল, স্মরণীয় হয়ে উঠতে করেছে নানা যত্ন আর এদিন ইরাবতীর মনে পড়েছে প্রীতমের উক্তি- "নীল রঙে তোকে বড় সুন্দর লাগে ইরা। নীল রঙকে কখনো ছাড়িস্ না" ![১৫] নীল রঙের যে শাড়ি ঋদ্ধিমান হঠাৎ একদিন তাকে উপহার দিয়েছিল আজ ভার্চুয়াল বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সেই নীল শাড়িই ইরাবতী পরেছে। বড়ই অদ্ভুত সংযোগ-সবই যেন এক সূত্রে গাঁথা, পরস্পর সংযুক্ত। চোখে ঘন কাজল,

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

খোলা চুল, হালকা গোলাপি লিপস্টিক, হাতে সোনার বালা, ঘড়ি- সব মিলিয়ে ইরাবতী আজ অপ্রতিরোধ্য-অনিন্দ্যসুন্দরী; আজকের সাজ অবিকল প্রীতমের পছন্দমত হয়েছে শুধু সেই প্রীতমের চোখ নেই।

প্রীতম, ঋদ্ধিমান, নীল নির্জনে - তিনটি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যেন ইরাবতী নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছে যাতে জীবন সহজ সুন্দর হয়। তবে অপরিচিত নীল নির্জনের ডাকে সাড়া দেওয়ায় ইরাবতীও অদ্ভুত দ্বিধাগ্রস্থ। পাঠক কাহিনীর ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে যায় যখন রেস্টুরেন্টে চার নম্বর টেবিলের গোলাপী শার্টের ভদ্রলোককে দূর থেকে চিনতে পারে ইরাবতী ওরফে মেঘবালিকা ,নীল নির্জনে আর কেউ নয় তার স্বামী ঋদ্ধিমান। মেঘবালিকা আর কোনভাবেই নীল নির্জনের মুখোমুখি হতে চায়নি । ইরাবতী ও ঋদ্ধিমান বাস্তবে একে অপরকে বন্ধুত্বের জায়গায় নিয়ে যেতে না পারলেও ভার্চুয়াল জগতে গভীর বন্ধুত্বে বাঁধা পড়েছে; দুজন দুজনকে না চিনেই নিজেদের ভেতর একটা অদ্ভুত সম্পর্ক তৈরি করে ফেলেছে । বাস্তবে যে স্বামীর নানা দিক অনাবিষ্কৃত ছিল সেগুলি ফেসবুকের বেনামী বন্ধুত্বের মধ্যে দিয়ে জানা সম্ভব হয়েছে। ঋদ্ধিমান রোমান্টিক প্রকৃতির, ভালো কবিতা লেখে ইরাবতী কখনই ভাবতে পারেনি।"অথচ মেঘবালিকাকে সব কথা বলেছে। যা তার অজানাই ছিল বারবার! সেই অজানা মানুষটা ধরা দিয়েছে মেঘবালিকার কাছে"![১৬] স্বামীকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে তৃপ্ত ইরাবতী ওরফে মেঘবালিকা । এ বন্ধুত্ব সে সহজে হারাতে চায়নি। বন্ধুত্বকে সুদূরপ্রসারী করতে চেয়ে ভেবেছে -"এ এক মধুর খেলা! খেলাটা আপাতত চলুক না! ক্ষতি কি?"[১৭]

সুতরাং দাম্পত্যে নতুন সমীকরণ একুশ শতকে নারী-পুরুষ উভয়ই চেয়েছে। সেখানে বাস্তবে না হলেও প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে প্রকৃত বন্ধুর খোঁজ চালিয়েছে; যা জীবন গঠন ও পরিচালনায় বড় প্রেরণা দিয়ে থাকে। একুশ শতকের বাংলার সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি, সামাজিক নেটওয়ার্কের বাস্তব চিত্রসহ নানাদিক এই উপন্যাসে লেখিকা তুলে ধরেছেন,দাম্পত্যের এক নতুন সমীকরণ ইরাবতী- ঋদ্ধিমানের মাধ্যমে দেখিয়েছেন।আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর জগতে বন্ধুত্বের আড়ালে দাম্পত্য সুখ আর দাম্পত্যের মধ্যে বন্ধুত্বকে এনে মিলিয়ে দিয়েছেন। এখন নরনারী সম্পর্কে শুধু দায়-দায়িত্ব গ্রহণই নয়, বন্ধুত্বের খোঁজ চলছে। 'ভালোবাসা কারে কয়' (২০১৬) উপন্যাসে একুশ শতকের এই নতুন জীবনবোধ ও মূল্যায়নের বার্তাকে পর্যবেক্ষণমূলক বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করেছেন লেখিকা সায়ন্তনী পূততুণ্ড।

References

তথ্যসূত্র :

১। পূততুণ্ড ,সায়ন্তনী – 'ভালোবাসা কারে কয়' – মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স- প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ২০১৬ – পৃষ্ঠা – ৯
২। তদেব - পৃষ্ঠা – ১০
৩। তদেব - পৃষ্ঠা – ১৩

SAMSAPTAK
OPEN ACCESS
e-ISSN: Applied for (Online)
An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

৪। তদেব - পৃষ্ঠা – ২৪

৫। তদেব - পৃষ্ঠা – ৩২

৬। তদেব - পৃষ্ঠা – ৩৭

৭। তদেব - পৃষ্ঠা – ৪০

৮। তদেব - পৃষ্ঠা – ৪৩

৯। তদেব - পৃষ্ঠা – ৭৪

১০। তদেব - পৃষ্ঠা –৭৯

১১। তদেব - পৃষ্ঠা – ৫১

১২। তদেব - পৃষ্ঠা – ৫৩

১৩। তদেব - পৃষ্ঠা – ৭০

১৪। তদেব - পৃষ্ঠা – ৭০

১৫। তদেব - পৃষ্ঠা –৮৪

১৬। তদেব - পৃষ্ঠা –৮৮

১৭। তদেব - পৃষ্ঠা –৮৮